Lekhay Sibram Ankay SriSaila Vol. 2
by
Shibram Chakraborty

ISBN : 978-93-92722-28-8

No part of this work can be reproduced in any form without the written permission of the copyright holder and the publisher

এই সংগ্রহে যাঁদের লেখা মুদ্রিত হয়েছে, ব্যক্তিগতভাবে
তাঁদের সঙ্গে অথবা তাঁদের উত্তরাধিকারীদের সকলের সন্ধান না পাওয়ায়
অনুমতি গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানানো হল।
বিষয়টি তাঁদের নজরে এলে যোগাযোগের জন্য অনুরোধ
করা হল যাতে উপযুক্ত স্বীকৃতি প্রদান করা সম্ভব হয়।

লেখা © লেখক
ছবি © নমিতা চক্রবর্তী

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০২২

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : শৈল চক্রবর্তী
প্রচ্ছদ রূপায়ণ : কামিল দাস
ফটোশপ : প্রদীপ গরাই, তুষার মাজি

বুক ফার্ম-এর পক্ষে শান্তনু ঘোষ ও কৌশিক দত্ত কর্তৃক
৭ এল, কালীচরণ শেঠ লেন, কলকাতা ৭০০০৩০ থেকে প্রকাশিত
চলভাষ : ৯০৫১০১১৬৪৩/৯৮৩১০৫৮০৪০
মুদ্রক : এস পি কমিউনিকেশন প্রা লি, কলকাতা ৭০০০০৯

সূচিপত্র

হর্ষবর্ধনের কিরিকেট	১৫
পাদুকার উপসংহার	২৩
পুরস্কার লাভ	৩১
জলযোগে প্রাণান্ত	৩৮
কোনো খেলাই সহজ নয়!	৪৩
একটি তথাকথিত কাহিনি	৪৮
রেডিয়ো সর্বদাই রেডি!	৫৩
ভ্যানিটিব্যাগ বনাম মানিব্যাগ	৬০
ঠিক ঠিক পিকনিক	৬৯
মোহরের ঘড়া থেকে ঘড়ার মোহ	৭৬
অতুলকৃষ্ণর ওরফে	৮৪
পালাবার পালা	৮৯
অদ্বিতীয় পুরস্কার	৯৭
নিকুঞ্জকাকুর গল্প	১০৬
মাথা খাটানোর মুশকিল	১১৪
গাধার দাদা!	১২২
বাজিকরের ডিগবাজি!	১২৬
রিকশায় কোনো রিস্ক নেই!	১৩৩
ব্রজবিহারীর ধনুর্ভঙ্গ!	১৩৭
সাহিত্যিক সাক্ষাৎ	১৪৫
রাম ডাক্তারের ব্যায়রাম!	১৫৫
শখের ম্যাজিশিয়ানের শক	১৬৫
লেজের প্রিভিলেজ	১৭০
ডিমের জন্য হিমশিম	১৭৬
ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি	১৮২
গানাও	১৮৭
গন্ধ চুরির মামলা	১৯৪
রোগ হবার আগেই সারাও!	২০১
দুগ্ধং পিবতি বিড়ালঃ	২০৮
গল্প লেখার গল্প	২১২
ব্যাজার হয়ে বাজার কর!	২২১
শিবরামকে নিয়ে লেখা (সংকলন)	২২৫

যেতে পারতেন তো!' আরেকজন ভয়াবহতর দিকটায় অঙ্গুলি নির্দেশ করল: 'জুতো খোয়া যাওয়ার চেয়েও সেটা বেশি খোয়ার হত না কি?'

'আর, পা খরচ হয়ে গেলে জুতো পরতেনই বা কোথায়?' অন্য আরেকজনের অনুযোগ হল।

'পরতুম আমার মাথায়!' বিরক্ত হয়ে বলি। এবং জানালার বাইরে ভ্রূক্ষেপ করি। না, এখন বৃথা তাকানো। গাড়ি কখন প্লাটফর্ম পেরিয়ে, দিগন্ত বিস্তার লাইন তরঙ্গ ভেদ করে সিগন্যাল সমারোহ পার হয়ে লিলুয়ার পথে এসে পড়েছে! এখান থেকে সেই পলাতক পাম্পশু-র টিকি দেখার চেষ্টা করা বাহুল্য মাত্র!

তাহলে আর এই আরেক পাটি বজায় রেখে কী হবে? কোন কাজে লাগবে এ? পায়েও লাগবে না, পায়ে লেগেও লাগবে না। মাঝখান থেকে মনে লাগবে কেবল। 'বড়ো বেদনার মতো বেজেছ তুমি হে, আমার প্রাণে!' রবীন্দ্রনাথের এই গানটা স্মরণ করিয়ে দেবে মাঝে মাঝে। না, আর কাজ নেই।

জলের এই ইতরবিশেষ— বিশেষ রকমের এই ইতরতা তিনি বরদাস্ত করতে পারলেন না বলেই এই দুর্ঘটনা ঘটল।

জল তিনি যে একেবারেই পান করতেন না তা নয়, করতেন সামান্যই— কিন্তু স্নান? আদপেই না। স্নান করতে হলে জল ছাড়া আরও একটা জিনিস লাগে। তেল। তেল মাখতে হয়। জলে পয়সা খরচা নেই বটে, কিন্তু তেলে আছে। এইজন্যেই তিনি স্নান বর্জন করেছিলেন।

সেটা অবশ্য আমাদের আন্দাজ। তাঁর ব্যাখ্যা অন্যরকম ছিল। সেটা আমি জেনেছিলাম যেদিন রাস্তায় আমাকে ধরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন— 'গোরা, তুমি কি চান কর?'

আমি আর মন্টু দু-জনে যাচ্ছিলাম, এমন সময়ে, মাঝ রাস্তায় আমাদের মাঝে পড়ে তাঁর এই অদ্ভুত প্রশ্ন! আমি উত্তর দিই— 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

সারারাত চোখে ঘুম নেই বেচারার। বাড়ির সবাই না ঘুমুলে ছাদে যায় কী করে? কী করেই বা এরিয়েলটাকে সরাইখানায় পাঠায়। অবশেষে রাত আড়াইটার পর বাড়ির সবার নাক ডাকতে শুরু হলে সে সিঁড়ি ভেঙে ছাতে গিয়ে প্রকাণ্ড এক কাঁচি নিয়ে এরিয়েলটা কেটে দিয়ে এসেছে শেষমেষ।

তারপরেও উত্তেজনায় অনেকক্ষণ তার ঘুম আসেনি। ভোর বেলাটার দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে।

রাতারাতি এই ছাতাছাতি কাণ্ডর পর অনেক বেলা করে ঘুম ভাঙল তার— আর, ঘুমটা ভাঙল সেই আবার রেডিয়োর আর্তনাদেই।

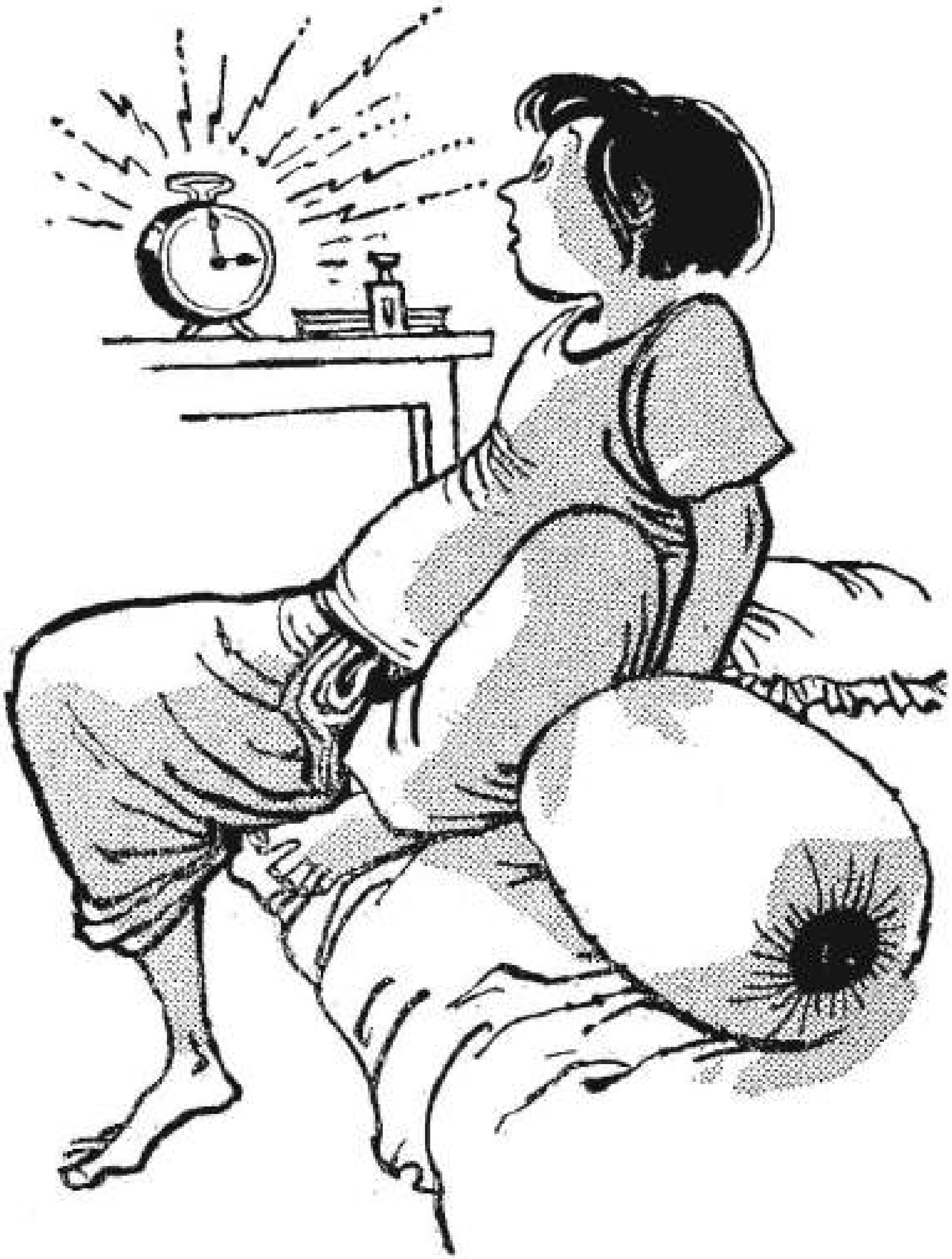

দু-পা এগিয়েছি তিন পা পেছিয়েছি— আধ ঘণ্টা ধরে এমনি আগুপাছু করে আস্তে আস্তে পৌঁছোলাম গিয়ে অকুস্থলে।

দেখলাম কাপড় মুড়ি মড়াটার একটা হাত বার করা— তখনও, সেইভাবে শায়িত।

শিব শিব! রাম রাম! নিজের নাম জপতে জপতে এগিয়ে গেলাম তার কাছে। বাগিজ্যার দোকানের গরম রসগোল্লার ধ্যান করতে করতেই।

আমার আঙুলে জড়ানো লাল সুতোটা তার আঙুলে বেঁধেছি কোনোরকমে। এমন সময়ে মড়াটা...

'আমাকে পেয়ে মা যেন হারানিধি ফিরে পেলেন...

'মাধবীকে নিয়ে একটু বেগ পেতে হবে ভেবেছিলাম। কিন্তু সে কোনো উচ্চবাচ্য করল না আদৌ। বিয়ে করার কথাটা পাড়লই না একেবারে। বেঁচে গেলাম আমি, বলতে কী!

'শৈশবের থেকে মা-হারা, মাতৃস্নেহ কাকে বলে জানি নে, তার স্বাদ ষোল আনাই পেলাম ধনুর মা-র কাছে। নিজের মায়ের সেবা করার কোনো সুযোগ পাইনি, দুঃখ ছিল মনে, তারও কোনো ত্রুটি রাখলাম না আমি। মাতৃভক্তির চূড়ান্ত করে ছাড়লাম।

'বেশ সুখেই কেটে যাচ্ছিল দিনগুলো— স্বপ্নের মতোই প্রায়। ইতিমধ্যে...'

হঠাৎ কেমন করে তার হাত ফসকে মেঝেয় পড়ে চৌচির হয়ে গেছে ডিমটা।

'এ কী করলে— তু-তুমি? অ্যাঁ?' প্রাণকেষ্ট হতবাক। 'ভেঙে ফেললে ডিমটা?'

'যাকগে, যেতে দাও। একটা ডিম গেলে কি যায় আসে! তুমি অমন উত্তেজিত হয়ো না। ডিমের কোনো দরকার নেই আমার।'

'দরকার নেই—?'

প্রাণকেষ্টর বিস্ময় যেন থই পায় না।

বউ একটু মিষ্টি হেসে জানায়— 'না, আমার আর খিদে নেই এখন, একটু আগেই বেগুনি দিয়ে তেল নুন মাখা মুড়ি খেয়েছি, এক বুড়ি—ঝি এনে দিয়েছিল। তেল নুন মাখা মুড়ি খেতে বেশ লাগে কিন্তু— যাই বল! খেয়েছ কখনো?'

এই সিঁড়ি দিয়ে উঠছে, এই আবার নেমে আসছে— ওরা তিন জনেই।

এক-তলা থেকে দোতলা, দোতলা থেকে ছাদে ছুটছে বুলু। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে-নামতে ঘেমে-নেয়ে অস্থির হয়ে পড়ছেন বুলুর পিসি। কী করবেন? তাঁর অদেষ্ট!

ওষুধ না খাইয়ে কি তাঁর নিস্তার আছে?

'বুলু শোনো। শোনো লক্ষ্মীটি, ফিবার মিকচারটা খেয়ে নাও ঢক করে।'

'আমার যে জ্বর হয়নি পিসিমা।'

'হয়নি, কিন্তু হতে কতক্ষণ?' বলেন বুলুর পিসিমা: 'জ্বর হয়নি! পাগল ছেলে! হয়নি বলেই তো খেতে হবে। সেই যে তুমি সেদিন স্বাস্থ্য সমাচারের সেই ইংরেজি কথাটার মানে করে দিলে— সেই যে কী কথাটা—'

দৌড়তে দৌড়তে বুলু চেঁচায়— 'প্রিভেনসন ইজ বেটার দ্যান কিয়োর।'

'ওর মানে কী বল তো এখন?' ছুটতে ছুটতেই পিসিমার প্রশ্ন ছোটে।

'ওর মানে?' তিন লাফে বুলু তখন ছাদে। 'ওর মানে প্রাণ থাকতে ওষুধ খেয়ো না।'

পিসিমা ততক্ষণে বুলুকে পাকড়ে ফেলেছেন। 'এইবার খেয়ে ফেল তো লক্ষ্মীটি!'

ধরা পড়লেই নির্জীব হয়ে পড়ে বুলু। তাকে জিব বার করতে হয়। সব উৎসাহ তার উবে যায়। করুণ দৃষ্টিতে পাপির দিকে তাকায় কেবল। পাপি আর কী করবে? পাপিরা কি কারও ত্রাণকর্তা হতে পারে? অসহায়ভাবে সে ল্যাজ নাড়তে থাকে কেবল।